ইনকিলাব

য়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা

। সারাদেশে নয়টি বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার পিএ-৫ প্রাপ্তি অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ ৪৫ জন ছাত্র-ছাত্রী। কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চিন্তায় ফিকে হতে ছ অনেকেরই সাফল্যের আনন্দ। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক শিক্ষার্থী আসন স্বল্পতার কারণে এবার কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হতে পারবে না। উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় সর্বকালের সেরা ল্যের পর ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি এবং কাঙ্ক্ষিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তীব্র আসন সংকটের ফলে স্বস্তিতে নেই মেধাবী শিক্ষার্থীরা। কারণেই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছে অভিভাবকদের মাঝেও। মেধাবী থীদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট আসন রয়েছে ১৯ হাজার। অথচ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২ হাজারেরও বেশী। অপরদিকে, এবার ার্ডে যে ৪ লাখ ৬৬ হাজার ৫৭০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে ৯৯ হাজার থীর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন জুটবে না। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের পূর্ণ ও সফল পরিসমাপ্তি না ঘটলে কর্মসংস্থানের তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ত্র পা রাখা কঠিন ব্যাপার। সম্প্রতি দেশে উদ্বেগজনক হারে শিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি এটি একটি প্রধান কারণ। এজন্য শিক্ষার্থীদের ার পূর্ণ বিকাশ এবং বর্তমান শতকের উপযোগী শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা শ্রে উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হলে ক্ষত যুব সমাজের হতাশাই কেবল বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার থেকে তাদের বের করে আনা কোনক্রমেই সহজ হবে না।

কের উচ্চতর শিক্ষা, শিক্ষার্থীদের আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে ার ব্যাপারে সহায়তা করে থাকে। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসঙ্গে শিক্ষার দায়িত্বে য়োজিত শিক্ষকসমাজ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এব ন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয় পরিবর্ত াতে হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার মান বাড়াতে হবে। একথা অনস্বীকা মানসম্মত শিক্ষা ছাড়া প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ বাস্তবে দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটলেও শিক্ষা-মানের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ থেকে ছে। দেশে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ৫১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে চশিক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জু মিশনের চেয়ারম্যান স্বয়ং এর সত্যতা স্বীকার করে উচ্চশিক্ষার মনোন্নয়ে ক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্ষকদের জবাবদিহিতার মধ্যে আসার সুপারিশ করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চশিক্ষার মান ও পদ্ধতি এমন হতে হবে যাতে একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে পা রে বের হবার পর দেশে-বিদেশে চাকরির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে সাফ ক্ষিত করা সম্ভব হয়। এ জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, উচ্চতর শিক্ষ ইপুস্তক, সিডি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের নির্বিঘ্ন সরবরাহ এবং গবেষণা কা র্থিক সুবিধা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য কোনক্রমেই সঙ্গত হবে না। শি বস্থাকে ঢেলে সাজানোর বিষয়টিও বর্তমানে অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে করির বাজারে পাস কোর্সের যেখানে কোন আবেদন নেই, সেখানে বছরের ছর ধরে পাস কোর্স বহাল রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা তা সংশ্লিষ্টে ভবে দেখতে হবে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যুগের চাহিদার সাথে ত লিয়ে আইটি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেখানে প্রতিবেশী ভারতসহ অন্য নেক দেশ আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়ে সখানে আমাদের পিছিয়ে থাকার কোন অবকাশ নেই। মেধাবী শিক্ষার্থীদে দেশের ভেতরে ধরে রাখার জন্য তাদের কাঙ্ক্ষিত উচ্চশিক্ষা ও প্রয়োজন যোগসুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা শেষে তাদের হাতে উপযুক্ত পারিশ্রমি মর্যাদাপূর্ণ কাজ তুলে দেয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।

দেশে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে এর সমস্যা ও অনুন্নয়ন কারণগুলো ইতোপূর্বে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে। অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যব পাঠ্যসূচীর দুর্বলতা, যুগোপযোগী পাঠক্রমের অভাব, শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্র মানসম্মত পাঠ্যবই ও সিডির অভাব, হিসাব ও গবেষণাগারের অপর্যাপ্ততা, ছ শিক্ষক হারে অসঙ্গতি, পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা, সেশনজট, সৎ শিক্ষা অভাব এবং শিক্ষা প্রশাসনে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রধান কারণগুলোর অন্য হলেও এসব ত্রুটি থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মুক্ত করার কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একটি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী জাতি আজকের যু প্রয়োজন পূরণ উপযোগী যে নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ উন্নত, আধু ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা কথা সম্ভব নয়। একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সে দেশের উন্নত ও যুগোপযোগী শি ব্যবস্থার বাস্তবায়নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের বৃহত্তর উন্নয়নের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে ঢেলে সাজাতে হবে। কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মমুখী, উন্নয়নমুখী ও উৎপাদনমুখী করার ক্ষেত্রে সরকা জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলা দ যোগ্য মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে যেসব দেশ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ কর তাদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশকেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এ নিতে হবে। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এ ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে ব্যর্থ হবার কোন সুযোগ নেই।